শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া কি নামেই কার্যক

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন তার নাগরিকরা শিক্ষিত ও সচেতন হয়। আজ যারা শিক্ষার্থী তারাই আগামী দিনের শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, গবেষক, রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারক। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ইতিহাসেই ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ এবং সর্বশেষ ২০২৪-এর মতো বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যাপকভাবে জড়িত ও বিতর্কিত একটি বিষয় হলো শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া, যা শুধু একটি আর্থিক বিষয় নয়– এটি শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়াবিষয়ক আলোচনায় অনেকেই এর প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে থাকেন। নিচে কিছু মূল কারণ দেওয়া হলো কেন শিক্ষার্থীদের এই সুবিধা পাওয়া উচিত :

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। সেই শিক্ষা অর্জনের পথে পরিবহন ব্যয় একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য। হাফ ভাড়া সেই বাধা কিছুটা হলেও লাঘব করে। বিশেষ করে পরিবহন ব্যয় যেন শিক্ষার্থীদের জন্য পড়ালেখায় বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে সে জন্য হাফ ভাড়া। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করে। পূর্ণ ভাড়া দিলে মাসিক খরচ দ্বিগুণ হয়ে যায়। হাফ ভাড়া শিক্ষার্থীদের এবং তাদের পরিবারকে কিছুটা স্বস্তি দেয়, যাতে তারা লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে। যাতায়াতে ব্যয় কম হলে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে উৎসাহী হয়। অনুপস্থিতির হার কমে, যা শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক।

সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষার্থীদের জন্য যাতায়াতের ব্যয় কমানো জরুরি। এটি সামাজিক বৈষম্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে। তারা সুশিক্ষিত ও দক্ষ হলে জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। বিশ্বের অনেক দেশেই শিক্ষার্থীদের জন্য রেল, বাস ও অন্যান্য পাবলিক পরিবহনে ছাড় দেওয়া হয়। বাংলাদেশেও এই সুবিধা থাকা ন্যায্য ও বাস্তবসম্মত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাফ ভাড়া প্রদান করা নিয়ে বাস কাউন্টারে ও বাসের মধ্যে ভাড়া প্রদানের সময় হাফ ভাড়া সুবিধা প্রদানে অস্বীকৃতি, কথাকাটাকাটি থেকে শুরু করে প্রায়ই মারামারি পর্যন্ত পৌঁছাতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, শিক্ষার্থী পরিচয় দেওয়া মাত্র দুর্ব্যবহার করে এবং শিক্ষার্থীদের বাসের সব সিটে যাত্রী পরিপূর্ণ হওয়ার পর দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। আর নারী শিক্ষার্থী হলে নানা কটু মন্তব্য থেকে শুরু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাফ ভা সাধারণ ভাড়া থেকে শুধু কিছুটা কমিয়ে প্র হয়। অনেক নারী শিক্ষার্থীই আইডি কার্ড পারেন না। আবার কটু কথা ও অপদস্থ নিয়মিতভাবেই সম্পূর্ণ ভাড়া দিয়েই যাতা তারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মিথ্যা ও ভুল ত ভাড়া আদায় করে থাকে। তাদের মা জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, সন্ধ্যার পর এই আ কয়েকজনের বেশি শিক্ষার্থী থাকতে পার রুট চার্জের দোহাই দিতে দেখা যায়।

বিআরটিএ ও ট্রাফিক পুলিশদের এ ব্যা উচিত। ট্রাফিক আইনের যথাযথ প্রয়ে শিক্ষার্থীদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎ ড্রাইভার, হেল্পার ও স্টাফদের বিরুদ্ধে আই এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনের কা এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ অনেকটা নির্বিঘ্নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করতে

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ : শিক্ষার্থী, ইসলা